পাঁচ মিনিটের পড়া

সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

রবিবার, জুন ৪, ২০২৩

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা

অনুতাপ

"(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

- আয-যুমার, আয়াতঃ ৫৩

এ আহ্বান তাদের জন্য যারা তাদের নফসের করা অত্যাচারের গোলামীতে ডুব দিয়েছে, যারা স্ব স্ব আত্মার কামনা বাসনার মধ্যে আটকে রয়েছে। এ আহ্বান সেই সকল ক্বলবের প্রতি যারা দুনিয়া নামক এ সাগরে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যারা দুনিয়া নামক সাগরের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই সাগরের ঢেউ- এ দলিত মথিত হচ্ছে।

ওঠো! উঠে আসো মুক্ত আকাশের নীচে,সাগর নামক জেলখানা পিছনে ফেলে তোমার বাস্তব জীবনে। স্বাধীনতায় উঠে আসো। উঠো এবং তোমার জীবনে তুমি ফেরত আসো। তোমার মৃত নফসকে পিছনে ফেলে সামনে আসো। তোমার হৃদপিণ্ড (ক্বলব) আগের থেকে আরো শক্তিশালী, আরো বিশুদ্ধ হয়ে বেচে উঠবে।

তওবার মার্জনা কি আমাদের হৃদয়কে আগের থেকে আরো বেশি বিশুদ্ধ করে না? পাপ দিয়ে সেলাই করা পর্দাকে ছুড়ে ফেলে দাও- তোমার এবং তোমার স্বাধীনতার মধ্য থেকে, তোমার এবং আলোর মাঝ থেকে, তোমার এবং আল্লাহর মাঝখান থেকে। পর্দা সরাও এবং উঠে আসো। তুমি তোমার দিকে ফিরে আসো। যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানে ফিরে এসো। ঘরে ফিরে এসো।

মনে রেখ, যখন সমস্ত দরজা তোমার মুখের সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন একজন তার দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা রাখেন। সব সময় খোঁজ- খোঁজ করো সেই সত্বাকে, তিনি তোমাকে নিষ্ঠুর ঢেউয়ের মাঝ থেকে তুলে নিয়ে সূর্যের আলো দেখাবেন, দয়া ভরা মনে। এই পৃথিবী তোমাকে ততক্ষন পর্যন্ত ভাংতে পারবে না যতক্ষন না তুমি তাকে অনুমতি দিবে। এবং তোমাকে পোষণ করতে পারবে না যদি না তুমি তার হাতে তোমার জীবনের চাবি তুলে না দাও,

যতক্ষন না তুমি তোমার হৃদয়ে জায়গা দাও। আর তাই, তুমি যদি সেই চাবিগুলো কিছু সময়ের জন্য দুনিয়ার হাতে দিয়ে থাকো তাহলে সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে এসো। এখানেই সব শেষ নয়। তোমাকে এখানে মরতে হবে না। তোমার হৃদয় পুনরুদ্ধার করো এবং সেটা তার সঠিক মালিকের হাতে তুলে দাও- তুলে দাও আল্লাহ হাতে।

তাওবাহ অর্থাৎ অনুতাপের এবং আল্লাহ সুবহানাহু'তায়ালার দিকে ফিরে আসার মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক এবং শক্তিশালী ব্যাপার রয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে হৃদয়কে ঔজ্বল্য করা, মসৃণ করা, মার্জিত করা । এ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় হল এটি কেবল পরিষ্কার করে না। এটি কোন বস্তুটিকে নোংরা হওয়ার আগের অবস্থার তুলনায় আরও বেশি চকচকে করে তোলে। তুমি জীবনে যখন পিছলে পড়বে এবং তারপর যখন বুঝ আসার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর দিকে ফিরবে তখন তুমি এত বেশি ধণী হবে যে সেটা পিছলে না পড়লে সম্ভব হতো না। কখনো কখনো পিছলে পড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসার মধ্যে এত জ্ঞান এবং বিনয় থাকে যে সেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেনঃ "একজন সালাফ (ধর্মপরায়ণ পূর্বসূরি) বলেছেন: "প্রকৃতপক্ষে একজন বান্দা একটি গুনাহ করলো এবং সেই জন্য সে জান্নাতে গেলো; আরেকজন নেক আমল করলো কিন্ত সে জন্য সে জাহান্নামে গেল।"

তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ সেটা কিভাবে সম্ভব? যে লোকটি গুনাহ করেছিলো সে সারাক্ষন সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো, তার ভয় করতে লাগলো, সে অনুতপ্ত হলো, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো এবং আল্লাহর সামনে সে লজ্জিত হলো । সে ভাংগা হৃদয় এবং মাথা নত করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ালো। তাই অনেক আনুগত্য করার চেয়ে এই পাপ তার জন্য বেশি উপকারী হয়ে উঠলো, কারণ এই পাপের জন্য তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হলো যা সেই বান্দাকে সুখ ও সাফল্যের দিকে নিয়ে গেলো। এই একটি গুনাহর অনুতাপ তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দিলো।

ভালো কাজ করা সেই বান্দাটির ক্ষেত্রে যা হলো, সেই বান্দা এটা ভাবতে ভুলে গেল যে, এই যে তিনি ভাল কাজগুলো করছেন এগুলো সব হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে একটি রহমত বা দয়া। সে বরং দাম্ভিকতা এবং নিজের উপর নিজে বিস্মিত হতে লাগলো। নিজেকে নিজে সে এটা সেটা ওটা এটা নানান কিছু ভাবতে লাগলো। সে আত্মপ্রশংসায় মেতে উঠলো, নিজেকে নিয়ে নিজে গর্ব, অহংকার করা শুরু করে দিলো- এত বেশি মাত্রায় করতে লাগলেন যে এটি তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।"

Compiled from Yasmin Mogahed / https://quranreflect.com/posts/10805

স্বৈরশাসক দমন করুন

রাসুল (সা.) "সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায়কে নিষেধ করার" ইসলামী নীতির উপর জোর দিয়েছেন। "

শুধুমাত্র বিবেক দিয়ে প্রতিবাদ করে মানুষ একটি সহজ লাভের শক্তিশালী প্রলোভনকে প্রতিহত নাও করতে পারে, বিশেষ করে যখন সেই প্রলোভনকে আইনি রায় সমর্থন করে।

এই নীতিটি ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় দুই স্তরেই কাজ করে এবং বলে যে যেখানেই কিছু ভুল আছে, সেখানেই ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার এবং পুণ্য নিশ্চিত করার জন্য জনগণকে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। নবী এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য প্রত্যেকের বিশ্বাসের বোধকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: **"যে ব্যক্তি কোথাও কোন অন্যায় করতে দেখে তার উচিত কাজ দিয়ে তা পরিবর্তন করা। কাজ দিয়ে যদি না পারে তাহলে যেন সে মুখ দিয়ে প্রতিহত করে। সে যদি মুখ দিয়ে না পারে তাহলে যেন মনে মনে অপছন্দ করে বা নিন্দা করে। তবে সেটি হবে তার দূর্বলতম ইমান।"**[মুসলিম]

এই নীতি সমাজের সকল স্তরে এবং আচরণের সকল ক্ষেত্রে কাজ করে। যা কিছুই খারাপ সেটাই নিন্দার দাবিদার এবং খারাপকে বদলে দেওয়া উচিৎ। যখন খারাপ কিছু দেখলেও বদলানো সম্ভব হয় না, কিন্তু অহরহই এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতেই থাকে তখন একজন ঈমানদারের তীব্র ঘৃণা থাকা উচিৎ খারাপের প্রতি এবং কৌশলে পরিবর্তন করার মনোভাব এবং তীব্র প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

অবিচার, অন্যায় হয়তো রাষ্ট্র তার শক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারে। ইতিহাসে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে স্বৈরতন্ত্র বড় এবং ছোট সম্প্রদায়ের উপর অবিচার করেছে। আমাদের বর্তমান যুগে এই অবিচারই চলছে, এমনকি প্রত্যেকটি মহাদেশেই এই অবিচার, অত্যাচার চলছে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু ঐতিহাসিক বিংশ শতাব্দীকে "স্বৈরশাসকদের যুগ" বলে অভিহিত করেছেন।

এই স্বৈরশাসকদের কিছু বর্বরতা কল্পনারও বাইরে। যদিও, স্বৈরাচার তখনই বিকশিত হতে পারে যখন জনগণ এর শিকড় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়। যখন শাসকরা তাদের নেতৃত্বের শুরুর দিনগুলিতে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং এটা বুঝতে পারে যে তারা এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেচে যেতে পারবে, তখন তারা জুলুম করার দিকে ধাবিত হয়।

শুরুতেই যদি জনগন এদের বিরুদ্ধে দাড়াতো, তাহলে অন্তত যারা ভবিষ্যতে নিজেদের স্বৈরশাসক রুপে আত্মপ্রকাশ করবে বলে ভেবেছে, তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো।

নবি অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে একজন মুসলমানের সর্বোত্তম কাজগুলির মধ্যে একটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "শহীদদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হামজাহ আর সর্বোত্তম হচ্ছেন তিনি যিনি একজন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তাকে কী করতে হবে এবং কী থেকে বিরত থাকতে হবে সেটা বলেছেন বলে স্বৈরশাসক তাকে হত্যা করেছে।"[হাকিম]

এটা আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, একজন শহীদকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জান্নাত দিয়ে পুরুষ্কৃত করবেন।একজন মানুষ যখন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং শহীদ হবে তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে সর্বোচ্চ আউলিয়াগনের সাথে শরীক করবেন।

জান্নাতই হবে তার জন্য পুরুষ্কার যে একজন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিহত হলো, তখন সমগ্র সম্প্রদাইয়ের উচিৎ স্বৈরাচারকে থামানোর চেষ্টায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠা।

রসূল (সাঃ) সতর্ক করেছেনঃ "তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অন্যায়কে নিষেধ করবে এবং অত্যাচারি হওয়া থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের সমগ্র সম্প্রদায়কে শাস্তি দেবেন।“[আবু দাউদ, তিরমিযী]

Compiled From: "Muhammad: His Character and Conduct" - Adil Salahi

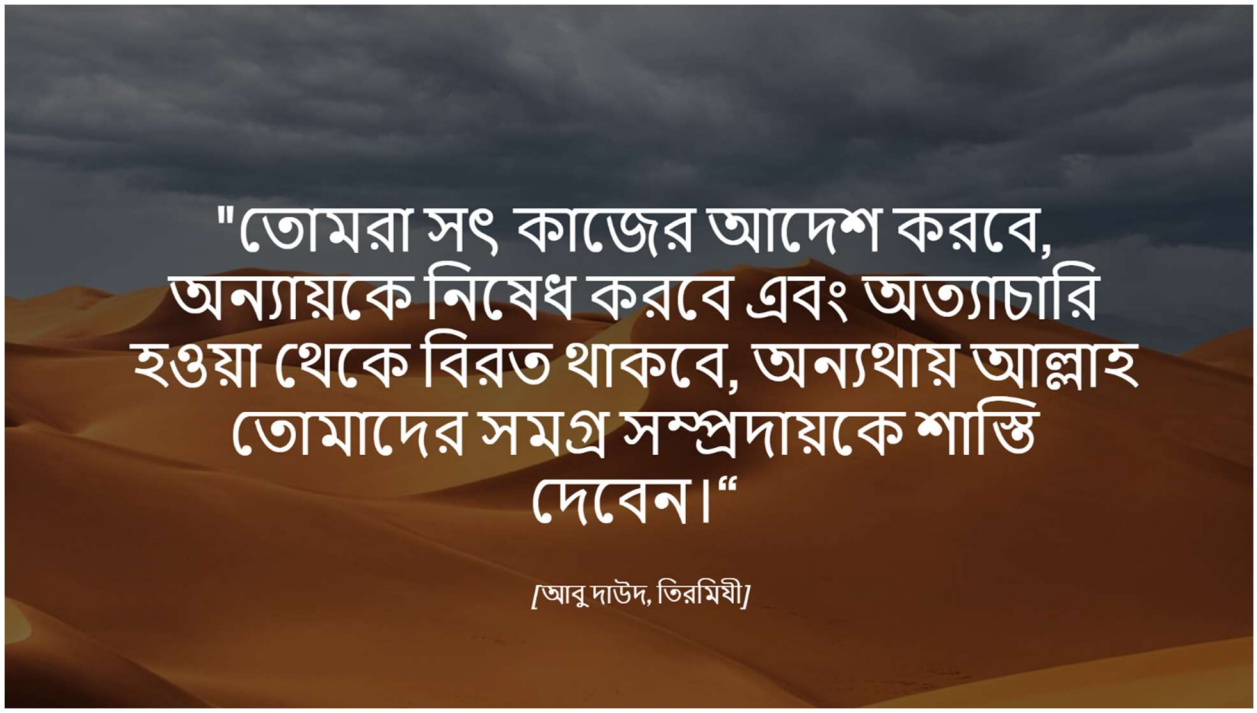

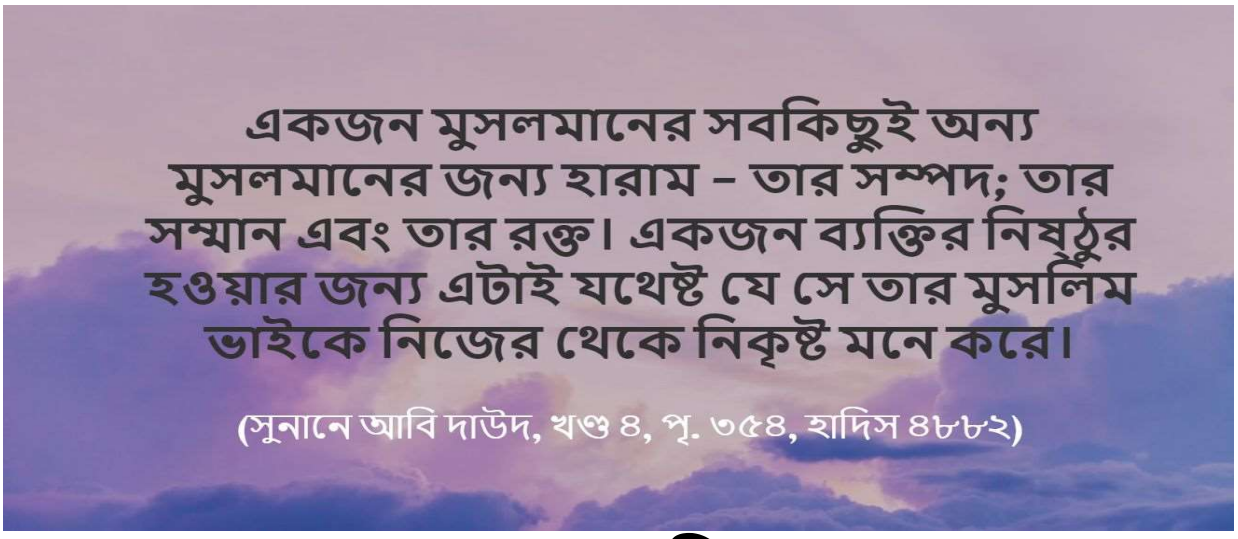

অন্যের অধিকার

যে সব কাজ যার দ্বারা মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়; কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তি, সম্পত্তি বা মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা সম্পূর্ণরূপে হারাম- ঠিক যেমন শুয়োরের মাংস, অ্যালকোহল বা সুদ খাওয়া হারাম।

বাস্তবতার পেক্ষিতে, জরুরী পরিস্থিতিতে হারাম খাবার খাওয়ার ব্যাপারে কোরআনে কিছুটা নম্রতা দেখানো হয়েছে কিনতু অন্যের সম্পত্তি দখল না করা, গীবত না করা বা অপবাদ না দেওয়ার মতো নিষেধাজ্ঞাগুলি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় নমনীয়তার সম্ভবনা ইসলাম দেয়নি। এদের শাস্তি শুধু জাহান্নাম। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হবে যে, আল্লাহ এই ধরনের অপরাধীদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পাপগুলো মাফ করবেন না।

ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছ থেকে কোন ক্ষমা নেই: ক্ষমা শুধুমাত্র সংশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আসতে পারে - হয় সরাসরি অথবা যখন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে এই ধরনের ক্ষমা প্রদান করার ব্যাবস্থা করে দিবেন। সুতারং এই ধরনের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। তাই যদি কখন আপনি অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করতে থাকেন তবে এই পৃথিবীতে সেই ব্যেক্তির কাছে ক্ষমা চান, নইলে শেষ বিচারের দিন আপনি একেবারে নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে পড়বেন।

আল্লাহ্ বলেনঃ **আর যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।** (আল-ইমরান / আয়াত ৭৭)

Compiled From: "Dying and Living for Allah" - Khurram Murad, page48-49

ই-বুলেটিন / রবিবার, এপ্রিল ৭, ২০২৩

আপনি পড়তে ভালোবাসেন,

কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ; ফাতিমা বিনতে আযাদ / সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী